পাবলিক পরীক্ষায় বড় পরিবর্তন আসছে

এম এইচ রবিন
২৬ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বহুল আলোচিত মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষায় আসতে যাচ্ছে সম্ভাব্য বড় পরিবর্তন। সময়, বিষয়সংখ্যা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিÑ সবকিছুতেই নতুন করে ভাবছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা ডিসেম্বরে নেওয়ার প্রাথমিক নীতিগত সিদ্ধান্ত, বিষয়সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর পরিকল্পনা। সব মিলিয়ে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা আঁকার চেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এই পরিবর্তনের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমানো এবং শিক্ষাকে আরও দক্ষতাভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে তোলা।

ডিসেম্বরে এসএসসি, কমতে পারে বিষয়সংখ্যা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা ডিসেম্বরে নেওয়ার প্রাথমিক নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। একই

বৈঠকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার চাপ কমাতে বিষয়সংখ্যা হ্রাসের বিষয়েও আলোচনা হয়। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রশ্নের মান অক্ষুন্ন রেখে কীভাবে কম বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়, সেটিই হবে কমিটির প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

অভিন্ন প্রশ্নপত্র : সমতা নাকি ঝুঁকি? দেশের সব শিক্ষার্থীর জন্য একক মানদণ্ড নিশ্চিত করতে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর চিন্তা নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর পরিকল্পনা এগোচ্ছে, কিন্তু এসএসসির ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বোর্ড চেয়ারম্যানদের মতামত ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা শেষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, অতীতে প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকির কারণে বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছিল। ফলে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু হলে একদিকে যেমন সমতা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে ঝুঁকির বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে।

নকলমুক্ত পরীক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার : চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করতে প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নজরদারি বাড়বে এবং কোনো অনিয়ম ঘটলে তা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মতে এই উদ্যোগের ফলে বিষয়সংখ্যা কমলে পড়ার চাপ হালকা হবে, মানসিক স্বস্তি বাড়বে। কম বিষয় মানে নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে শেখার সুযোগ তৈরি হবে। অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু হলে সারা দেশে একক মূল্যায়ন নিশ্চিত হবে। সিসি ক্যামেরা নজরদারি পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াবে।

সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি : অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হলে ফাঁসের প্রভাব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিষয় কমালে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন কমে যেতে পারে। নতুন পদ্ধতি চালু করতে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে বড় প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের চাপ তৈরি হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন, বিষয় কমানোই চূড়ান্ত সমাধান নয়Ñ বরং শেখানোর পদ্ধতি উন্নত করাই বেশি জরুরি। তার মতে, ‘দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত না হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলবে না।’

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষার্থী জানায়, বিষয় কমলে চাপ কমবে, তবে পরীক্ষার মান যেন কমে নাÑ সেটিই বড় চাওয়া।

অভিভাবক প্রতিনিধি মো. জিয়াউল কবির দুলুর মতে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় চাপ অনেক বেশি, তাই এই উদ্যোগ সময়োপযোগী হলেও ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরামর্শক কমিটির আহ্বায়ক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ বলেন, এই পরিবর্তনগুলো শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে, তবে বাস্তবায়নে সমন্বয় জরুরি। তিনি বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাব্যবস্থায় সম্ভাব্য এই পরিবর্তনগুলো কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়Ñ বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষানীতির রূপান্তরের সূচনা। তবে এই

রূপান্তর কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করবে পরিকল্পনার গভীরতা, বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বয়ের ওপর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, সব সিদ্ধান্তই এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার মতামত নিয়ে একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করা হবে।